চন্দ্রবিন্দু

পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীমদ্দাঠাকুর

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে—

হে হাসির অবতার !

লহ গো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।

—**নজরুল**

১

রাগমালা—তেওড়া

আদি পরম বাণী, উর বীণাপাণি।
আরতি করে তব কোটি কোবিদ জ্ঞানী॥

হিমেল শীত গত, ফাগুন মুঞ্জরে,
কানন-বীণা বাজে সমীর-মরমরে।
গাহিছে মুহু মুহু আগমনী কুহু,
প্রকৃতি বন্দিছে নব কুসুম আনি॥

মূক ধরণী করে বেদনা-আরতি,
বাণী-মুখর তারে করো মা ভারতী !
বক্ষে নব আশা, কণ্ঠে নব ভাষা
দাও মা, আশিস্ যাচে নিখিল প্রাণী॥

শুচি রুচির আলো-মরাল-বাহিনী
আনিলে আদি জ্যোতি, সৃজিলে কাহিনী।
কণ্ঠে নাহি গীতি, বক্ষে ত্রাস-ভীতি,
করো প্রবুদ্ধ মা, বর অভয় দানি॥

ব্রহ্মবাদিনী আদিম বেদ-মাতা !
এসো মা, কোটি-দল হৃদি-আসন পাতা।
অশ্রুমতী মা গো, নব-বাণীতে জাগো,
রুদ্ধ দ্বার খোলো সাজিয়া রুদ্রাণী॥

২

খাম্বাজ—একতালা

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী।
জয় বিশ্বলোক-বিহারিণী॥

সৃজন-আদিম-তমো অপসারি
সহস্রদল কিরণ বিথারি
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি
আলোক-মরাল-বাহিনী॥

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি,
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি,
ছিন্ন চরণ-শতদলরাজি
কহিছে পীড়ন-কাহিনী॥

উর মা আবার কমলাসীনা,
করে ধরো পুন সে রুদ্র বীণা,
নব সুর তানে বাণী পরাধীনা
জাগাও অমৃত-ভাষিণী॥

৩

বাউল

তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি, হরি!
দাও ব্যথা যতই তোমায় ততই নিবিড় করে ধরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

আমি শূন্য করে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেব বক্ষে তুলি
আমার ব্যথা-শোকের শতদলে তোমায় নেব বরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর সকল শূন্য ভরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

৪

বাউল

আমি ভাই খ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ॥

সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রণাম করি, বক্ষে ধরি,
কভু তারে বিলাই স্নেহ॥

ভুলায়নি আমারি কুল,
ভুলেছে নিজেও সে কুল,
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল
তারা মোর সাথে মিলন বিরহ॥

সে আমার ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে তুলি
চলে ধূলি-মলিন পথে,
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে,
কেউ বোঝে, বোঝে না কেহ॥

৫

বাউল

ওহে রাখাল-রাজ !
কি সাজে সাজালে আমায় আজ !
আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে
দিলে চির-পথিক সাজ॥

তোমার পায়ের নূপুর আমায় দিয়ে
ঘুরাও পথে-ঘাটে নিয়ে,
বেড়াই বাউল একতারা বাজিয়ে হেঁ,
তোমার ভুবন-নাটে নেচে বেড়াই
ভুলে শরম-ভরম-লাজ॥

তোমার নিত্য-খেলার নৃত্য-সাথী
আনন্দেরি গোঠে হে,
জীবন-মরণ আমার সহজ
চরণতলে লোটে হে।

আমার হাতে দিলে সর্বনাশী-
ঘর-ভুলানো তোমার বাঁশি,—
কাজ ভুলাতে যখন-তখন আসি হে,
আমার আপন ভবন কেড়ে—দিলে
ছেড়ে বিশ্বভুবন-মাঝ॥

৬

রামপ্রসাদী

তুই লুকাবি কোথায় মা কালি!
আমার বিশ্বভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি॥

আমার সুখের গৃহ শ্মশান করে
বেড়াস্ মা তায় আগুন জ্বালি,
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি॥

আমি পূজা করে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
বস মা সেথা দুখ্-দুলালী॥

৭

আশাবরী-কাওয়ালি

আমার সকলি হরেছ হরি
এবার আমায় হরে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ
এবার ঐ চরণে শরণ দিও॥

আমায় ছিল যারা আড়াল করে,
হরি তুমি নিলে তাদের হরে,
ছিল প্রিয় যারা গেল তারা,
হরি এবার তুমিই হও হে প্রিয়॥

৮

ভৈরবী ভজন—দাদ্‌রা

চলো মন আনন্দ-ধাম !
চলো মন আনন্দ-ধাম রে
চলো আনন্দ-ধাম॥

লীলা-বিহার প্রেম-লোক
নাই রে সেথা দুঃখ-শোক,
সেথা বিহরে চির-ব্রজবালক
বন্‌শিওয়ালা শ্যাম রে
চলো আনন্দ-ধাম॥

অবাঙ্‌মানস-গোচরম্—
নাহি চরাচর নাহি রে ব্যোম,
লীলা-সাথী গ্রহ রবি ও সোম
সংগীত—ওম্ নাম রে
চলো আনন্দ-ধাম॥

৯

দুর্গা-গীতাঙ্গী

নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ !
নব ভবনে করো শুভ চরণ-পাত।
নৃত্য-ভঙ্গিতে সৃজন-সংগীতে
বিশ্বজন-চিতে আনো নব-প্রভাত॥

তোমার জটাজুটে বহে যে জাহ্নবী
তাহারি সুরে প্রাণ জাগাও, আদি কবি !

শুচি ললাট-তলে
যে শিশু-শশী ঝলে,
তারি আলোকে হরো দুখ-তিমির-রাত॥

হে চির-সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ—
হউক দূর সব অতীত অবসাদ।
লঙ্ঘি সব বাধা
তব পতাকা বহি,
ফুল্লমুখে সহি সকল সংঘাত॥

নব জীবনে লয়ে আশা অভিনব
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব,
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, করো নব-জীবন সঞ্জাত॥

১০

বাগেশ্রী—চৌতাল

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী !
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী॥

আনো আরবার ন্যায়ের দণ্ড
দৈত্য-ত্রাসন ভীম প্রচণ্ড,
অসুর-বিনাশী উদ্যত অসি, ধরো ধরো দানবারি॥

ঐ বাজে তব আরতি বোধন
কোটি অসহায় কণ্ঠে রোদন !

ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ
বেদনা-বিহারী এসো নারায়ণ !
রুদ্ধ কারার অন্ধ প্রাকার-বন্ধন অপসারি॥

১১

হাম্বীর—কাওয়ালি

বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা !
আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥

শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহ গো কথা !
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী
অশ্রুতে অ-শ্রুত শঙ্খধ্বনি !

পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী কাঁদে দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥

১২

ভজন—একতালা

জবা-কুসুম-সঙ্কাশ ঐ
উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয়।
জয় হে জ্যোতির্ময়॥

জননীর সম স্নেহ-সজল
নীল গাঢ় গগন-তল,
সুপেয় বারি প্রসূন-ফল
তব দান অক্ষয়।
অপহত সংশয়।
জয় হে জ্যোতির্ময়॥

১৩

তিলং-সাদ্রা

পূজা-দেউলে মুরারি,
শঙ্খ নাহি বাজে,
বন্ধ দ্বার, নির্বাপিত দীপ লাজে॥

ভগ্ন ঘট, শূন্য থালা,
পুণ্য-লোক রক্তে-ঢালা
দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যু-সাজে,
দাও শরণ তব চরণ মরণ-মাঝে॥

১৪

ভৈরবী—আদ্ধা কাওয়ালি

তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী॥

বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়,
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়,
কাল-রাখাল নাচে থৈ তাথৈ॥

বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব নমো নমঃ,
অরির পুরী-মাঝে এল অরিন্দম !

ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
কারার মাঝে এল বন্ধ-বিমোচন,
ধরি অজানা পথ আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে, মাভৈ॥

১৫

টোড়ি—একতালা

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষ,
আসে মৃত্যুঞ্জয়॥

হত্যায় আসে হত্যা-নাশন,
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ,
অন্ধ কারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ময়॥

ব্যথিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়,
ধ্বংসের বুকে শঙ্খ বাজায়!
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়।
নবীন অভ্যুদয়॥

১৬

দরবারি কানাড়া—গীতাঙ্গী

কারা-পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ!
কাঁদিছে বেদি-তলে আর্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ॥

হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান,
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মাণ!
শোণিত-লেখা জাগে—নাহি কি ভগবান?
মৃত্যু-ক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান!
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ॥

১৭

ইমন—কাওয়ালি

আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈ—বরাভয়।
এ যে আনন্দ-বন্ধন, ক্রন্দন নয়॥

ওরে নাশিতে সবার এই বন্ধন-ত্রাস,
মোরা শৃঙ্খল ধরি তারে করি উপহাস,
সহি নিপীড়ন—পীড়নের আয়ু করি হ্রাস,
এ যে রুদ্র-আশীর্বাদ—লৌহ-বলয়॥

মোরা অগ্র-পথিক অনাগত দেবতার,
এই শৃঙ্খল বন্দিছে চরণ তাঁহার,
শোন্ শৃঙ্খলে তাঁর আগমনী-ঝঙ্কার!
হবে দৈত্য-কারায় নব অরুণ উদয়॥

১৮

মল্লার—কাওয়ালি

নীরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
অশান্ত-ধারে জল ঝরে অবিরল,
ধরণী ভীতি-মগন॥

ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝননননন,
দীর্ঘশ্বসি কাঁদে অরণ্য শনশন,
প্রলয়-বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন,
মূর্ছিত মহাকাল-চরণে মরণ॥

শুধিবে না কেহ কি গো এই পীড়নের ঋণ,
দুঃখ-নিশি-শেষে আসিবে না শুভ দিন?

দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব,
অধর্ম নিধনে এসো অবতার নব!
'আবিরাবির্ম এধি' ঐ ওঠে রব,
জাগৃহি ভগবন্, জাগৃহি ভগবন্॥

১৯

যোগিয়া—একতালা

জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী,
কাঁদে ধরা দুখ-জরজর !
জাগো গৌরী, জাগো হর ॥

আজি শস্য-শ্যামা তোদের কন্যা
অন্নবস্ত্রহীনা অরণ্যা,
সপ্ত সাগর-অশ্রু-বন্যা,
কাঁপিছে বুকে থরথর ॥

আর সহিতে পারি না অত্যাচার,
লহ এ অসহ ধরার ভার।

গ্রাসিল বিশ্ব লোভ-দানব,
হা হা স্বরে কাঁদিছে মানব,
জাগো ভৈরবী জাগো ভৈরব
ত্রিশূল খড়্গ ধরো ধরো ॥

২০

সিন্ধু-কাফি—ঠুংরি

কেঁদে যায় দখিন-হাওয়া ফিরে ফুল-বনের গলি,
'ফিরে যাও চপল পথিক', দুলে কয় কুসুম-কলি !
দুলে দুলে কয় কুসুম-কলি ॥

ফেলিছে সমীর দীরঘশ্বাস—আসিবে না আর এ মধুমাস,
কহে ফুল, জনম জনম এমনি গিয়াছ ছলি।
জনম জনম গিয়াছ ছলি ॥

কহে বায়, 'রজনী-ভোরে বাসি ফুল পড়িবে ঝরে' ;
কহে ফুল, 'এমনি করে আমি ফুল-চোরেরে দলি,
এমনি কুসুম-চোরেরে দলি ॥

কাঁদে বায়, 'নিদাঘ আসে আমি যাই সুদূর বাসে,'
ফোটে ফুল হাসিয়া ভাষে, 'প্রিয়তম, যেয়ো না চলি'॥

২১

খাম্বাজ-পিলু—কার্ফা

ঐ পথ চেয়ে থাকি
আর কত বনমালি!
করে কানাকানি লোকে,
দেয় ঘরে পরে গালি॥

মোর কুলের বাঁধন খুলে
হায় ভাসালে অকূলে
শেষে লুকালে গোকুলে
এ কি রীতি চতুরালি॥

২২

পিলু বারোয়াঁ—ঠুংরি

আজি পূর্ণশশী কেন মেঘে ঢাকা।
মোরে স্মরিয়া রাধিকাও হলো কি বাঁকা॥
কেন অভিমান-শিশিরে মাখা কমল,
কাজল-উজল-চোখে কেন এত জল,
লহ মুরলি হরি লহ শিখী-পাখা॥

২৩

পিলু খাম্বাজ—ঠুংরি

মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে
মরাল মদালস নাচে আনন্দে॥

তরঙ্গ-হিল্লোলে শতদল দোলে,
শিশু অরুণে জাগায় অমা-যামিনীর কোলে,
শুষ্ক কানন ভরে বকুল-গন্ধে॥

নন্দন-উপহার ধরণীর করে,
শুভ্র পাখায় শুভ আশিস্ ঝরে।

মিলন-বসন্তের দূত আগমনী,
কণ্ঠে সুমঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি,
কুহু কেকা গাহে মধুর দ্বন্দ্বে॥

২৪

টৌড়ি—কাওয়ালি

এসো এসো তব যাত্রা-পথে
শুভ বিজয়-রথে
ডাকে দূর সাথী।
মোরা তোমার লাগি হেথা রহিব জাগি
তব সাজায়ে বাসর জ্বালি আশার বাতি॥

হেরো গো বিকীর্ণ শত শুভ চিহ্ন
পথ-পাশে নগর-বাটে,
স-বৎসা ধেনু গো-খুর-রেণু
উড়ায়ে চলে দূর মাঠে।

দক্ষিণ-আবর্তবহ্নি,
পূর্ণ-ঘট-কাঁখে তন্বী।
দোলে পুষ্প-মালা, ঝলে শুক্লা রাতি॥

হেরো পতাকা দোলে দূর তোরণ-তলে,
গজ তুরগ চলে।
শুক্লা ধানের হেরো মঞ্জরী ঐ,
এসো কল্যাণী গো
আনো নব-প্রভাতী॥

২৫

দুর্গা—দাদ্‌রা

প্রণমি তোমায় বন-দেবতা।
শাখে শাখে শুনি তব ফুল-বারতা—
দেবতা॥

তোমার ময়ূর তোমার হরিণ
লীলা-সাথী রয় নিশিদিন,
বিলায় ছায়া বাণী-বিহীন
তরু ও লতা—
দেবতা॥

২৬

কামোদ—একতালা

ফুলে ফুলে বন ফুলেলা।
ফুলের দোলা, ফুলের মেলা,
ফুল-তরঙ্গে ফুলের ভেলা॥

ফুলের ভাষা ভ্রমর গুঞ্জে
দোলন-চাঁপার ঝুলন-কুঞ্জে,
মুহু মুহু কুহরে কুহু
সহিতে না পারি ফুল-ঝামেলা॥

২৭

গৌড়-সারং—কাওয়ালি

শুক্লা জ্যোৎস্না-তিথি, ফুল্ল পুষ্প-বীথি,
গন্ধ-বর্ণ-গীতি-আকুল উপবন।
চিত্ত স্বপ্নাতুর, অঙ্গ চুরচুর,
মাগে হৃদি-পুর সুন্দর-পরশন॥

চন্দন-গন্ধিত মন্দ দখিনা-বায়
নন্দন-বাণী ফুলে ফুলে কয়ে যায়,
তনু-মন জাগে রাঙা অনুরাগে,
মনে লাগে আজ বাসর-জাগরণ।
আজি মাধবী-বাসর জাগরণ॥

২৮

সিন্ধু-কাফি—কার্ফা

কুসুম-সুকুমার শ্যামল-তনু
হে বন-দেবতা, লহ প্রণাম।
বিটপী লতায় চিকন পাতায়
ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম॥

ঘনায় মায়া তোমার কায়া
কাজল-কালো ছায়া-শীতল,
পরিমল-সুরভিত কুন্তল—
ময়ূর কুরঙ্গে লয়ে খেলো সঙ্গে,
চরণ-ভঙ্গে ফোটে শাখে ফুলদল।
কুহরে কোকিল পাগল (গো)
নয়নাভিরাম হে চির-সুন্দর,
রচিলে ধরায় অমর ধাম॥

২৯

সিন্ধু—কাওয়ালি

বন-বিহারিণী চপল হরিণী
চিনি আঁখিতে চিনি কানন-নটিনীরে।
ছুটে চলে যেন বাঁধ-ভাঙা তটিনী রে॥

নেচে নেচে চলে ঝর্নার তীরে তীরে।
ছায়া-বীথি-তলে কভু ধীরে চলে,
চকিতে পলায় নিজ ছায়া হেরি
গিরি-শিরে॥

৩০

খাম্বাজ-পিলু-ঠুংরি

নিশুতি রাতের শশী (গো) ॥

ঘুমায়ে সকলে নিশীথ নিঝুম,
হরিল কে তব নয়নের ঘুম,
কার অভিসারে জাগো গগন-পারে,
চাঁদ-ভোলানো সে কোন্ রূপসী ॥

লুকায়ে হেরি আমি অভিসার তব,
তারকারা হেরে লুকায়ে নীরব,
কপট ঘুম ভাঙি হেরো হাসিছে সব
দূর অলকার বাতায়নে বসি ॥

৩১

জয়জয়ন্তী—একতালা

তোর বিদায়-বেলার বন্ধুরে
দেখে নে নয়ন পুরে।
সে যায় মিশে ঐ কোন্ দূরে
বেলা-শেষের শেষ সুরে ॥

ঘুমের মাঝে বন্ধু তোর,
ছিঁড়বে বাহুর বাঁধন-ডোর !
যাবে নয়ন, রবে নয়ন-লোর,
যায় রে বিহগ যায় উড়ে ॥

তুই বহাবি নদী কেঁদে,—
পাষাণে হৃদয় বেঁধে
তবু যেতে হবে তায়
অসহায়—অচিন পুরে ॥

৩২

কাজরী—হোরী-ঠেকা

ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগন।
ভুবন গভীর বিষাদ-মগন॥
বারিধারে কাঁদে চারিধার আজি,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ঝুরিছে পবন॥
নাহি রবি শশী নাহি গ্রহ তারা,
নিখিল নয়নে শ্রাবণের ধারা,
বিশ্ব ডুবাল গো শোকের প্লাবন॥

৩৩

দেশ-সুরট—একতালা

কেন করুণ সুরে হৃদয়-পুরে
বাজিছে বাঁশরি।
ঘনায় গহন নীরদ সঘন
নয়ন মন ভরি॥

বিজলি চমকে পবন দমকে
পরান কাঁপে রে,
বুকের বঁধুরে বুকে বেঁধে ঝুরে
বিধুরা কিশোরী॥

৩৪

খাম্বাজ—মধ্যমান

কেন আসে কেন তারা চলে যায়—
ক্ষণেক তরে॥

কুসুম না ফুটিতে কেন ফুল-মালি
ছিঁড়িয়া সাজি ভরে কানন করে খালি,
কাঁটার স্মৃতি বেঁধে লতার বুকে হায়,
ব্যথা-ভরে॥

ছাড়িয়া স্নেহ-নীড় সুদূর বন-ছায়
বিহগ-শিশু কেন সহসা উড়ে যায়,
কাঁদে জননী তার ঝরা পালকখানি
বুকে ধরে॥

৩৫

ইমন—কাওয়ালি

জয় মর্তের অমৃতবাদিনী চির-আয়ুষ্মতী !
জয় নারী-রূপা দেবী পুণ্যশ্লোকা সতী॥

জয় অগ্নিহোত্রী অয়ি দীপ্তা উগ্র-তপা জ্যোতির্ময়ী।
জয় সুর-লোক-বাঞ্ছিতা, সতী মহিমার গীতা, মৃত্যু-জয়ী।
জয় সীমন্তে নবারুণ, ধরণীর অরুন্ধতী॥

চির- শুদ্ধাচারিণী চির-পবিত্রা সুমঙ্গলা !
চির- অবৈধব্য-যুতা তুমি চিরপূজ্যা মা, নহ অবলা।
মা গো যুগে যুগে চির-ভাস্বর তুমি উদীচী জ্যোতি॥

তব সীমন্ত-সিন্দূর মাগে, মা গো, বিশ্ব-বধূ ;
মা গো মৃত্যুঞ্জয়ী তব তপস্যা দাও, দাও আশিস্-মধু !
সব কন্যা জায়া যাচে তব বর, করে প্রণতি॥

৩৬

ভৈরবী—আদ্ধা-কাওয়ালি

জাগো—
জাগো বধূ জাগো নব বাসরে।
গৃহ-দীপ জ্বালো কল্যাণ-করে॥

ভুবনের ছিলে, এলে ভবনে,
স্বপন হতে এলে জাগরণে,
শ্রী-মতী আসিলে শ্রী-হীন ঘরে॥

স্বপন-বিহারিণী অকুণ্ঠিতা,
পরিলে গুণ্ঠন সলাজ ভীতা,
কমলা আসিলে কাঁকন পরে॥

৩৭

ভৈরবী—সেতারখানি

বনে বনে জাগে কি আকুল হরষণ।
ফুল-দেবতা এল দিতে ফুল-পরশন॥

হরিৎতর আজি পল্লব বন-বাস,
মুকুল-জাগানিয়া সমীরণ ফেলে শ্বাস,
বেপথু লতা য়াচে মধুপের দরশন॥

কিশোর-হিয়া-মাঝে যৌবন-দেবতা
গোপনে আনে নব জাগরণ-বারতা,
বধূর সাথে খোঁজে বঁধু বন নিরজন॥

৩৮

মালবশ্রী—কাওয়ালি

নয়নে ঘনাও মেঘ, মালবিকা!
গগনে জাগাও তব নীরদ-লিখা॥

বিদ্যুৎ হানে যদি গরজায় বাজ,
সুন্দর মৃত্যুরে নাহি ভয় আজ,
আমার এ বনে এসো মনোবালিকা॥

ঝরুক এ শিরে মোর ঘন বরষা,
ফুটিবে কাননে ফুল, আছে ভরসা।
এসো জল-ছলছল পথে অভিসারিকা॥

৩৯

সরফর্দা—একতালা

সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন।
হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন॥

এ প্রাণ প্রভাতী-তারার প্রায়
ফুটুক উদয়-গগন-গায়,
দুঃখ-নিশায় আনো পূর্ণ চাঁদের স্বপন॥

সকল বিরস হৃদয় মন সরস করো হে,
আশার সূর্যে মৃত্যু-গহন বিষাদ হরো হে!

কাঁটার ঊর্ধ্বে ফোটাও ফুল,
ভোলাও পথের দুঃখ ভুল,
এ বিশ্ব হোক পূজা-দেউল
পবিত্র-মোহন॥

৪০

সাজগিরি—ত্রিতালী

তুষার-মৌলি জাগো জাগো গিরি-রাজ!
পঙ্গু তোমারে আজি হানিতেছে লাজ॥

রুদ্র ও রুদ্রাণী অঙ্কে যাহার,
দৈত্য হরিছে আজ সম্মান তার।
হে মহা-মৌনী জাগো, পরো নব সাজ॥

স্বর্গ তোমার শিরে, পদতলে হায়,
আর্যাবর্ত কাঁদে চির-অসহায়!
মেঘ-লোক হতে হানো দৈত্যারি বাজ॥

৪১

বেলাওল—একতালা

সন্ধ্যা-আঁধারে ফোটাও, দেবতা,
শুভ্র রজনী-গন্ধা !
নিরাশা-শুষ্ক পরানে বহাও
প্রেমের অলকানন্দা ॥

অশ্রুজলের অকূল সায়রে
ফুটুক কমল তব শুভ বরে,
বেদনা-আহত কবির চিত্তে
বাণী দাও মধু-ছন্দা ॥

দুঃখ আসিলে সে দুখ ভুলিতে
দাও আনন্দ দুঃখীর চিতে,
আঁধার-গহন নিবিড় নিশীথে
ভাঙিয়ো না সুখ-তন্দ্রা ॥

৪২

পিলু—কাহারবা

কে যাবি পারে আয় ত্বরা করি,
তোর খেয়া-ঘাটে এল পুণ্য-তরী ॥

আবু-বকর, উমর, উস্‌মান, আলি হাইদর,
দাঁড়ি এ সোনার তরণীর, পাপী সব নাই নাই আর ডর,
এ তরীর কাণ্ডারী আহমদ, পাকা সব মাঝি ও মাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারী-গান শোন্ ঐ—লা-শরিক্ আল্লাহ্ !
মোরা নরক-আগুনে আর নাহি ডরি ॥

শাফায়ত্-পাল ওড়ে তরীর অনুকূল হাওয়ার ভরে,
ফেরেশ্‌তা টানিছে তার গুণ, ভিড়িবে বেহেশ্‌তি-চরে।

ইমানের পারানি কড়ি আছে যার আয় এ সোনার নায়,
যাবি চল্ পারের পথিক কলেমার জাহাজ-ঘাটায়।
ফির-দৌস্ হতে ডাকে হুরি-পরি॥

৪৩

বাগেশ্রী-সিন্ধু—কাহারবা

বক্ষে আমার কা'বার ছবি,
চক্ষে মোহাম্মদ রসূল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ্,
গাই তারি গান পথ-বেভুল॥

লায়লির প্রেমে মজনুঁ পাগল,
আমি পাগল 'লা-ইলা'র,
বোঝে আমায় প্রেমিক দরবেশ,
অ-রসিকে কয় বাতুল॥

হৃদয়ে মোর খুশির বাগান,
বুলবুলি তায় গায় সদাই—
ওরা খোদার দয়া যাচে,
আমি খোদার 'ইশ্ক্' চাই॥

আমার মনের মস্জিদে দেয়
আজান প্রেমের 'মুয়াজ্জিন্',
প্রাণের 'পরে কোরান লেখা
'রুহ্' পড়ে তা রাত্রিদিন।

খাতুনে-জিন্নাত্ আমার মা,
হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না 'রোজ-কিয়ামত্'
পুল্সিরাতের কঠিন পুল॥

ক মি ক গা ন

শ্রীচরণ ভরসা

সোহিনী—একতালা

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

গর্বের শির খর্ব মোদের?
চরণ তেমনি লম্বা!
শৈশব হতে আ-মরণ চলি
সবারে দেখায়ে রম্ভা।
সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট-মা'র
হাতে করে আসে তাড়ায়ে,
না হয়ে ক্রুদ্ধ পদ প্রবুদ্ধ
সম্মুখে দিই বাড়ায়ে॥

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

বপু কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং,
প্রয়োজন-মতো বাড়ে গো,
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে
পগারে পুকুর-পাড়ে গো!
লখিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায়
গিরি দরী বন সিন্ধু,
এই এক পথে মিলিয়াছি মোরা,
সম মুসলিম হিন্দু॥

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা !
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

কহিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা
রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই ?
পশ্চাৎ দিয়ে ছোটে কেউ ? হেসে
মরিব কি দম ফেটে, ছাই !
ছুটি যবে মোরা—সুমুখেই ছুটি,
পশ্চাতে পাশে হেরি না !
সামনে ছোটারে পিছু হাঁটা বলো ?
রাঁচি যাও, আর দেরি না ॥

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

আমাদের পিছে ছুটিতে ছুটিতে
মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
জিভ বার হয়ে পড়িবে যমের,
জীবন তখন বাঁ পায়ে !
মোরা দেব-জাতি ছিনু যে একদা,
আজ তার স্মৃতি চরণে,
ছুটি না তো, যেন উড়ে চলি নভে,
থাকে নাকো ধুতি পরনে ॥

কোরাস্ :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

বাপ-পিতামোর প্রদর্শিত এ
পথ মহাজন-পিষ্ট,
গোস্বামী মতে পরাহেও বাবা
এ পথে মিলিবে ইষ্ট !
মরে যদি যাও, তাহলে তো তুমি
একদম গেলে মরিয়াই !
চরণের জোরে মরণ এড়াও,
বাঁচিবে চরণ ধরিয়াই ॥

কোরাস্ :
থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়,
নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

তৌবা

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের,
রাজা আংরেজ হারাম-খোর।
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশি,
হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর !
আর মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে
রাজপথে করে গলাগলি,
আরে শুধু তাই নয়, নাচে গলা ধরে
ব্যাণ্ড বাজায়ে ধলা-ধলী ॥

কোরাস্ :— আরে তৌবা ! আরে তৌবা ! !

আরে যাবে কোথা মিঞা ? চৌদিকে ঘিরে
টিকি বেঁধে শিরে কাফের হায়,
খাই আমরা হারাম সুদ ? আরে যাও,
ওরা যে তেমনি ক্যাঁক্‌ড়া খায় !

দ্যাখো ষাঁড়-পোড়া খেলে হাড় মোটা হয়,
সোজা কথাটা কি বুঝিলে ছাই!
আর খাসি নাহি করে বোদা পাঁঠা ধরে
কেটে খায়, করে নাকো জবাই॥

কোরাস্ :— আরে তৌবা! আরে তৌবা!!

দ্যাখো মেয়েরা ওদের বোর্‌কা না দিয়ে
রেল ও জাহাজে চড়িয়া যায়,
মোদের বোর্‌কা দেখিলে ছেলেরা ওদের
জুজুবুড়ি বলে ভির্মি খায়।
আরে ইজ্জত তবু থাকে তো মোদের,
যক্ষ্মায় নয় মরে শতক,
ওরে উহাদের মতো বেরুলে বিবিরা
যদি কেউ দেখে হয় 'আশক'॥

কোরাস্ :— আরে তৌবা! আরে তৌবা!!

আরে আমাদের মতো দাড়ি কই ওদের?
লাগিলে যুদ্ধ নাড়িবে কি?
আর উহাদের মতো কাছা কোঁচা নাই,
ধরিলে মোদের ফাড়িবে কি?
ছার অস্ত্র লইয়া কি হবে, আমরা
বস্ত্র যা পরি থান খানিক,
তাতে তৌবা তৌবা করি যদি, যাবে
কামানের গোলা আট্‌কে ঠিক॥

কোরাস্ :— সোব্‌হান আল্লা! সোব্‌হান আল্লা!!

দ্যাখো তুর্কিরা বটে ছাঁটিয়া ফেলেছে
তুর্কি নূর ও মাথার ফেজ্,
আর 'দীন-ই-ইস্‌লাম্' ছেড়ে দিয়ে শুধু
তলোয়ারে তারা দিতেছে তেজ!
আরে বাপ-দাদা করে গিয়েছে লড়াই,
আমরা খাম্‌কা কেন লড়ি!
দেহে ইসলামি জোশ আনাগোনা করে
'ছহি জঙ্‌নামা' যবে পড়ি॥

কোরাস্ :— সোব্‌হান আল্লা ! সোব্‌হান আল্লা ! !

মোরা মস্‌জিদে বসি নামাজ পড়ি যে,
রক্ষা কি আছে বিধর্মীর ?
ওরা 'কাফুরের মতো যাইবে ফুরায়ে'
অভিশাপ যদি হানেন পীর !
দ্যাখো পায়জামা চেপে রেখেছি আজিও
আমাদের এই পায়ের জোর,
আরে অক্কাই যদি পেতে হয়—দিব
মক্কার পানে সরল দৌড়॥

কোরাস্ :— মাশাআল্লা ! ইনশাআল্লা ! !

জানো, দুনিয়ায় মোরা যত পাব দুখ,
বেহেশ্‌তে পাব ততই সুখ,
আর মেরে যদি হাত-চুলকুনি মেটে,
নে বাবা, তোদেরি আশ মিটুক !
সবে পশ্চাৎ দিয়ে করিব জবাই,
আসুন 'মেহেদি', থাম্ দু'দিন !
বাবা মুষল লইয়া কুশল পুছিতে
আসিছে কাবুলি মুস্‌লেমিন॥

কোরাস্ :— আল্লাহু আকবর ! আল্লাহু আকবর ! !

তাকিয়া নৃত্য

হিন্দোল—কাওয়ালি

নাচে মাড়োওয়ার লালা
নাচে তাকিয়া।
(নাচে) ভোঁদড় হিন্দোলে
ঝোপে থাকিয়া॥

পায়জামা পরে যেন
নাচে গাণ্ডার,
নাচে সাড়ে পাঁচ মণী
ভুঁড়ি পাণ্ডার !
গঙ্গার ঢেউ নাচে
বয়া ঝাঁকিয়া ॥

গামা নাচে, ধামা নাচে,
মুট্‌কি নাচে,
জামা পরে ভল্লুক
নাচিছে গাছে !
ঝগ্‌ড়েটে বামা নাচে
থিয়া তাথিয়া ॥

'ছোট মিঞা' 'বড় মিঞা'
বলি কোলা ব্যাং
বৃষ্টিতে নাচে, নাড়ি
নড়বড় ঠ্যাং।
(নাচে) গুজরাতি হাতি
কর্দম মাখিয়া ॥

হিতে বিপরীত

কীর্তন

আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু
(সে) লইল মিঞার ঘরে।
আমার কালি মা ছাড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে
বুঝি মুস্‌লিম করে !

আঁখর :— আমায় বুঝি মুস্‌লিম করে গো !

শেষে আস্ত ধরিয়া গোস্ত খাওয়ায়ে—
মাম্‌দো করিবে গোরে গো !

আমার টিকি করি দূর রেখে দেবে নূর
জবাই করিবে পরে গো॥

আমি বাসব ভাবিয়া রাসভে পূজিনু
স্বর্গে যাইতে সোজা,
সে যে লয়ে এঁদো ঘাটে, ফেলে দিল পাটে
ভাবিয়া ধোবির বোঝা !
আঁখর :— হলো হিতে বিপরীত সবি গো !

আমি ভবানী ভাবিয়া করিতে প্রণাম
হেরি বাগ্‌দিনী ভবি গো।
আমি শীতল হইতে চাহিনু, আনিল
শীতলা-বাহনে ধোবি গো॥

বাবা শিবের বাহন ভাবিয়া বৃষভ-
লাঙুল ঠেকানু ভালে,
হায় নিল না সে পূজা, শিং দিয়ে সোজা
গুঁতায়ে ফেলিল খালে !

আঁখর :— আমার কপাল বেজায় ফুটো গো !

আমি জগন্নাথ হেরিতে হেরিনু
ধবল-কুষ্ঠী ঠুঁটো গো !
বাঁকা অঙ্গ হেরিয়া জড়ায়ে ধরিতে
হেরি ত্রিভঙ্গ খুঁটো গো॥

মোর মহিষী গৃহিণী খুশি হবে ভেবে
মহিষ কিনিয়া আনি !
বাবা মরি এবে ত্রাসে, শিং নেড়ে আসে
মহিষ, মহিষী রানি !

আঁখর :— আমি কেমনে জীবন ধরি গো !

আমি 'হরি বোল' বলে ডাকিতে হরি-রে !
হয়ে যায় 'বল হরি' গো॥

খিচুড়ি জন্তু

মালবশ্রী—কাওয়ালি

জন্তুর মাঝে ভাই উট—খিচুড়ি !
মদ খেয়ে সৃজিয়াছে স্রষ্টা-শুঁড়ি ॥
দো-তালার উঁচু আর তে-তালার ফাঁক—
ঢিমে তে-তালার ফাঁক,
অষ্টাবক্রীয় দশটা বাঁক,
হামা দিয়ে চলে যেন তাড়কা খুড়ি ॥

জিরাফের গলা তার ঘোটকিনী মুখ,
আগাগোড়া গোঁজামিল বাঁদুরে ভালুক,
গাড়িকে এ গাড়ি বাবা জুড়িকে জুড়ি ॥

লাগিয়াছে দেহে গজ-কচ্ছপ রণ,
কচ্ছপী পিঠ আর গজ-নী চরণ,
আরবের হাজি মিঞা—বাপ্ রে, থুড়ি ॥

যদি

কীর্তন

যদি শালের বন হতো শালার বোন্
আর কনে বৌ হতো ঐ গৃহেরি কোণ।
ছেড়ে যেতাম না গো,
আমি থাকিতাম পড়ে শুধু, খেতাম না গো !
যদি শালের বন হতো শালার বোন্—
আমি ঐ বনে যে হারিয়ে যেতাম !
ঐ বৃন্দাবনে চারিয়ে যেতাম !

ঐ মাকুন্দ হতো যদি কুন্দ-বালা,
হতো দাড়িম্ব-সুন্দরী দাড়িওয়ালা !

আমি ঝুলে যে পড়িতাম
তার দাড়ি ধরে—
ওগো দুর্গা বলে—
আমি ঝুলে যে পড়িতাম !
হতো চিম্‌টি শালীর যদি বাব্‌লা-কাঁটা,
আর শর-বন হতো তার খ্যাংরা ঝাঁটা !

দোয়ার্কি :— বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর খ্যাংরা মেরে
বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর !

যদি একই শালী
দিলে গো মা কালি,
সে যে শালী নয়, বিশালী (মা গো)
মাগো বিশাল বপু তার,
বিশালী সে—শালী নয় শালী নয় !

প্যাক্ট

কোরাস :—
বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে,
নব-প্যাক্টের আশনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি,
হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥

আঁটসাঁট করে গাঁট-ছড়া বাঁধা
হলো টিকি আর দাড়িতে,
'বজ্জ আঁটুনি ফস্‌কা গেরো' ? তা
হয় হোক তাড়াতাড়িতে !
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে,
অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট
সেই টানাটানি ভীষণে !

বুকে বুকে মিল হলো নাকো, মিল
হলো পিঠে পিঠে? তাই সই।
মিঞা ক'ন, 'কোথা দাদা মোর?' আর
বাবু ক'ন, 'মিঞা ভাই কই?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে 'খেজাব',
মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়-চোখাচোখি,
কি মধু-মিলন হইল!
বাবু কন, 'খাই তোমারে তুষিতে
ঐ নিষিদ্ধ কুঁকড়ো!'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা,
যদি দাও দুটো টুক্‌রো!
মোদের মুরগি হলো রামপাখি, দাদা,
তাও হলো শুদ্ধি?
বাদশাহি গেছে, মুরগিও গেল,
আর কার লোভে যুদ্ধি॥'

বাবু কন, 'পরি লুঙি বি-কচ্ছ
তোমাদের দিল্ তুষিতে!'
মিঞা কন, 'রাখি ফেজে চৈতনি-
ঝাণ্ডা সেই সে খুশিতে!
আমাদের কত মিঞা ভাই করে
বাস তব বারানসীতে,
(আর) বাত হলে ভাই ভাত খাই নাকো
আজো তাই একাদশীতে!'
বাবু কন, 'দ্যাখো চটিকা ছাড়িয়া
সেলিমি নাগ্‌রা ধরেছি!'
মিঞা কন, 'গরু জবাইএর পাপ
হতে তাই দাদা তরেছি!'
বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি,
ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা!'
মিঞা কন, 'দাদা মুরগি তো নাই,
কি দিয়া খাইব পরটা!'

বাবু কন, 'গরু কোরবানি করা
ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
তোরে সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে
মা'র মন্দিরে নিয়া যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞার
ঘরে নাহি লও হরিনাম,
বলদের সাথে ছাড়িব তোমারে,
যা হয় হবে সে পরিণাম!'
'সারা-রারা-রারা' সহসা অদূরে
উঠিল হোরির হর্‌রা!
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া,
ছকু মিঞা নিল ছোর্‌রা!
লাগিল হেঁচ্‌কা হেঁইয়ো হাঁইয়ো,
টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে—
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি
নব-প্যাক্টেরি পুণ্যে।

বদনা-গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি,
রোল উঠিল 'হা হন্ত!'
ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গি-মাতুল
হাসে ছিরকুটি দন্ত!
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা,
মন্দির পানে হিন্দু;
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা,—
করুণ চন্দ্রবিন্দু!

সর্দা-বিল

ডুব্‌ল ফুটো ধর্ম-তরী,
ফাট্‌ল মাইন সর্দার।
উঠল মাতম 'সামাল সামাল'
ব-মাল মেয়ে-মর্দার॥

১

এ কোন্ এল বালাই, এবে
পালাই বলো কোন্ দেশ।
গাছের তলায় ঘোড়েল শেয়াল,
কাকের মুখে সন্দেশ!
কন্যা-ডোবা বন্যা এল,
ডুবল বুঝি ঘর-দ্বার॥

২

আয়েশ করে বিয়ের মেয়ের
বাড়বে বয়েস চৌদ্দ,
বাপের বুকের তপ্ত খোলায়,
দিব্যি গেয়ান-বোধ তো!
হদ্দ হলেন বৌদি ভেবে,
ছাড়ল নাড়ি বড়দা'র॥

৩

শূন্য স্বর্গ-মার্গে যেত
গৌরীদানের মারফৎ
যমের যমজ জামাতকে
লিখে দিয়ে ফারখত
নৈকস্য কস্য এখন,
জাত গেল 'মেল খড়দা'র॥

৪

দেবতা বুড়ো শিব যে মাগেন
আট-বছরী নাত্নি,
চতুর্দশী মুক্ত-কেশী—
কনে নয়, সে হাথ্নি!
পুঁটুলি নয়, এঁটুলি সে,
কিংবা পুলিশ-সর্দার॥

৫

সিঙ্গি চড়া ধিঙ্গি মেয়ে
বৌ হবে কি, বাপ্ রে !
প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণেই
হয়তো দেবে থাপ্‌ড়ে !
লাফ দিয়ে সে বাইরে যাবে
ঝাঁপ খুলে ঐ পর্দার ॥

৬

সম্বন্ধ ভুলে শেষে
যা তা বলে ডাকব ?
বধূ তো নয়—যদুর পিসি !
কোথায় তারে রাখব !
ধর্মিনী নয়, জার্মানি-শেল !
গো-স্বামী ! খবরদার !

৭

ঠাকুর ভাশুর মান্‌বে নাকো,
রাখবে না মান দুর্গার
হয়তো কবে বল্‌বে—'পিও,
ঝোল রেঁধেছি মুর্গার !'
আনবে কে বাপ গুর্খা-সিপাই
দন্ত-নখর-বর্দার ॥

৮

টাকাতে নয়, ভাব্‌নাতে শেষ
মাথাতে টাক পড়বে !
যোদ্ধা বামা গুটিয়ে জামা
কথায় কথায় লড়বে !
যেই পাবে না শেমিজ বডিস্
কৌটো পানের জর্দার ॥

৯

জাত মেরেছিস্, ভেবেছিনু,
জাতিটা নয় যাক্ গে,
গৃহিণী-রূপ গ্রহণীরোগ
তাও ছিল শেষ ভাগ্যে !
দোক্তা ফেলে গিন্নি কাঁদেন,
কর্তা চলেন হর্‌দ্বার ॥

লীগ-অব-নেশন্

[সিংহ—ইংরাজ ॥ হস্তী—ভারতবর্ষ ॥ বাঘ—ফ্রান্স ॥ ভল্লুক—রুশিয়া ॥ হাঙর—ইটালি ॥ নেকড়ে—অস্ট্রীয় ॥ শিবা—গ্রীস ॥ হায়েনা—আমেরিকা ॥ ঈগল—জার্মানি ॥]

কোরাস্ :—

বসেছে শান্তি-বৈঠকে বাঘ,
সিংহ, হাঙর, নেকড়ে !
বৈষ্ণব গরু, ছাগ, মেষ এসে
হরিবোল বলে দেখ্ রে ॥

শিবা, সারমেয়, খটাস, শকুনি—
দু'নয়ন লবণাক্ত
কেঁদে কয়, 'দাদা, নামাবলী নেবো
আর রবো নাকো শাক্ত !

কেন রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি বৃথা,
দিব ফেলে নখ দন্ত,
তপস্বী হয়ে বনে যাব সবে,
পশুর হউক অন্ত।

ছাগ মেষ সব কে কোথা আছিস্,
নিয়ে আয় সব ঢাক-ঢোল,
এসেছেন গোরা, প্রেম-আনন্দে
ন্যাজ তুলে সবে হরিবোল !

শিশু-হাসি হেসে নব যিশু-বেশে
এসেছেন আহা বনমাঝ,
অজিন-আসন এনে দে হরিণ,
বসিবেন গোরা, পশুরাজ॥'

পশুরাজ ক'ন, 'পশুদল, শোনো,
শোনো মোর বাণী স্বস্তির।'
বাঘা কয়, 'প্রভু! দন্ত বেজায়
বাড়িয়া উঠিছে হস্তীর।'

প্রভু কন, 'বাবা শান্তির এই
বৈঠক তারি জন্যে!'
নেক্‌ড়ে অমনি কহে, 'চুপ! চুপ!
শুনিয়া ফেলিবে অন্যে!'

হাবাতে হাঙর খেজুর-গুঁড়ির
লেজুড় করিয়া উচ্চ,
বলে, 'প্রভু তুমি ধূমকেতু-তারা,
এ ভক্ত তার পুচ্ছ!'

প্রভু কন, 'আহা, এতদিন পরে
মিলিল ভক্ত হনুমান!'
হাঙরের চোখে সাঁতার-সলিল,
বলে, 'প্রভুর কি অনুমান!'

খেঁক্‌ড়ে-কণ্ঠ নেক্‌ড়ে কহিল,
'হায়েনা তো প্রভু আয়েনা!
আমরা করিব হরিনাম, আর
সে নেবে আফ্রিকা চায়েনা!'

ব্যাঘ্র কহিল, 'সে স্যাঙাৎ যে রে
আছে রগ ঘেঁষে আমারই!'
প্রভু কন, 'ঐ নোড়া দিয়ে দাঁত
ভাঙিব ভালুক মামারই॥'

হাঙর কহিল 'ভালুক মামা যে
ক্রমেই আসিছে রুশিয়া !'
প্রভু কন, 'আর ক'টা দিন ব্যাটা
বাঁচিবে আমড়া চুষিয়া ?'

লড়ালড়ি করে হায়েনা ভালুক
দুটোরি ধরিবে হাঁপানি,
ছিনেজোঁক র'বে লাগিয়া পিছনে,
পাশে চিতে বাঘ জাপানি !

হাড়গোড়-ভাঙা ঈগল পক্ষী
কহিল পক্ষ ঝাপটি,
'প্রভু তব পিছে চাপকান-ঢাকা
আফগান মারে ঘাপ্‌টি !'

প্রভু কন, 'ওরি ভাব্‌নায় বাবা
ধরেছে রক্ত-আমেশা !
গোস্ত্ খাওয়ায়ে দোস্ত করিতে
তাই তো চেষ্টা হামেশা !'

শিবা কয়, 'প্রভু, সুর্কি-রাঙানো
টুপি ছাড়িয়াছে তুর্কি !'
প্রভু কন, 'মজি সংসার-মোহে
ছাড়িল খোদার নূর কি ?

কপাল মন্দ ! কি করিবে বল !
অদৃষ্টে নাই ভেস্ত !'
শিবা কয়, 'যাব আমিই ভেস্তে
তাহলে, বিচার বেশ তো !'

সাত হাত দাঁত বের করে এল
এমন সময় হস্তী,
শুণ্ড বুলায়ে মুণ্ডে কহিল,
'করো মোরও সাথে দোস্‌তি !'

'রে গজমূর্খ !' বলি প্রভুপাদ
পশুরাজ ওঠে গর্জি—
'কার মর্জিতে তুই এলি হেথা
চিড়িয়াখানারে বর্জি !'

'গজরাজ আমি, অজ নই কহে,
অঙ্গ দুলায়ে হস্তী,
'চিড়িয়াখানার পিঞ্জর ভেঙে
এসেছি বনের হস্তী !'

শকুনি, খটাস, শিবা, সারমেয়
তুলিল ভীষণ কলরোল ;
তক্ত প্রভুর তুলি পশুদল
বলে, 'বল হরি হরিবোল !'

ডোমিনিয়ন স্টেটাস্

কোরাস্ :

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা,
বসে কেন অম্‌নি রে !
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি,
মা হবেন আজ ডোম্‌নি রে ॥

রাজা শুধু রাজাই রবেন
পগার-পারে নির্বাসন,
রাজ্য নেবে দু'ভাই মিলে
দুর্যোধন আর দুঃশাসন !

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রবে
সিংহাসনে মাত্র নাম !
কোঁৎকা যাবে, রইবে শুধু
বোঁটকা খানিক গাত্র-ঘাম ॥

অনেক-কিছু সয়ে গেছে,
গন্ধটা আর সইবে না?
কি ক'স? গলা-বন্ধটা? এও
দু'দিন বাদে রইবে না!

কল্‌সি-কানার প্রহার খেয়েও
প্রভু কেয়্‌সা প্রেম বিলায়।
গউর বলে, 'প্রেম্‌সে নাচে
জগাই মাধাই—দেখ্‌বি আয়॥

রইত তো কেউ রাজা হেথাও,
না হয় সেথাই রইল কেউ!
আচ্ছা ফ্যাসাদ যা হোক! তবু
বাঘের পিছে লাগ্‌বি ফেউ?

ঠুঁটো হলেও হাত পেলি তো!
ছিলি যে একদম্ বে-হাত!
একেবারেই ঠ্যাং ছিল না,
পেলি তো এক ঠ্যাং নেহাৎ!

ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক—আর
আকাঁড়া—তাই ঝোলায় ভর্।
ওই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক্!
ফেনও পাবি অতঃপর॥

ধৈর্য ধরে থাকে বেড়াল
তাই তো শেষে পায় কাঁটা,
পাত হতে সে মাছ তুলে নেয়?
তেমনি সে যে খায় ঝাঁটা॥

ভারত একার নয় তো কারুর—
বিশ্ব-আড়ত, পীঠস্থান!
পারত্-পক্ষে মার্‌তে কসুর
করেনি কেউ হুন পাঠান!

চিরটাকাল বনের মোরা
লোমশ-মুনিই ছিলুম দেখ্!
আহার ছিল শাক পাতা আর
ভাবের গাঁজা ছিলিম টেক!!

আজ তবু কেক বিস্কুট খাস,
হয়েও গেলি প্রায় রাজাই!
গাল বাজাই আর কানাডা আর
অস্ট্রেলিয়ার ভায়রা-ভাই!

ধুচ্‌নি মাথায় হাতে ধামা
দেখে মোদের রসিক-রাজ—
ডোমের জাতি ভেবে—দিলেন
ডোম্‌নি করে মাতায় আজ॥

বন্দিনী মা ছিলেন আহা,
আজ দিয়েছে মুক্তি রে!
বাজাও ধামা মামার নামে,
রক্ত ঢাল বুক চিরে॥

এবার থেকে ধামাধারী
বলদ-দল, ভাবনা কি?
দিব্যি খাবে ডুবিয়ে নুলো
পাৎনা নাদায় জাব মাখি॥

হাতির পিছে নেংচে চলে
ব্যাংছা এবং খল্‌সে রে!
দোহাই দাদা, চলিস্‌নে আর,
চোখ যে গেল ঝল্‌সে রে!

'মাভৈ! এবার স্বাধীন হনু!'
যাই বলেছি, পৃষ্ঠে ঠাস!
পড়্‌ল মনে, পীঠস্থান এ,
ডোমিনিয়ন্ স্টেটাস্!

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
উল্টে গেল বিধির বিধি
আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে,
মদ্দ করেন চড়ই-ভাতি !

পলান পিতা টিকেট করে—
খুকি তাঁহার পিকেট করে !
গিন্নি কাটেন চরকা, —কাটান
কর্তা সময় গাই দুইয়ে !

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
চর্মকার আর মেথর চাঁড়াল
ধর্মঘটের কর্মগুরু !
পুলিশ শুধু করছে পরখ্
কার কতটা চর্ম পুরু !

চাটুয্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত-বাড়ি !
বোঁটকা-গন্ধি ভোজপুরী কয়
বাঙালিকে—'মৎ ছুঁইয়ে !'

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন
রান্না করে কার না বাড়ি,
গা ছুঁলে তার লোম ফেলে না,
ঘর ছুঁলে তার ফেলে হাঁড়ি !

মেয়েরা যান মিটিং হেদোর,
পুরুষ বলে, 'বাপ্ রে দে দোর !'
ছেলেরা খায় লাপ্সি হুড়ো,
বুড়োর পড়ে ঘাম চুঁইয়ে !

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
ভয়ে মিঞা ছাড়্‌ল টুপি,
আঁটল কষে গোপাল-কাছা,
হিন্দু সাজে গান্ধি-ক্যাপে,
লুঙ্গি পরে ফুঙ্গি চাচা !

দেখ্‌লে পুলিশ গুঁতোয় ষাঁড়ে,
পুরুষ লুকায় বাঁশের ঝাড়ে !
খ্যাঁদা বাদুড় রায়-বাহাদুর,
খান্-বাহাদুর কান খুইয়ে॥

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
খঞ্জ নেতা গঞ্জনা দেয়,
চল্‌তে নারে দেশ যে সাথে !
টেকো বলে, 'টাক ভালো হয়
আমার তেলে, লাগাও মাথে !'

'কি গানই গায়'—বল্‌ছে কালা ;
কানা কয়, 'কি নাচ্‌ছে বালা !'
কুঁজো বলে, 'সোজা হয়ে
শুতে যে সাধ, দে শুইয়ে !'

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥
সস্তা দরে দস্তা-মোড়া
আস্‌ছে স্বরাজ বস্তা-পচা,
কেউ বলে না, 'এই যে লেহি'
আস্‌লে 'যুদ্ধ দেহি'র খোঁচা।

গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া,
বেগুন চড়ে গাড়ি-ঘোড়া !
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে
ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে !

কোরাস্ :— দে গরুর গা ধুইয়ে॥

রাউন্ড-টেবিল-কন্‌ফারেন্স

কোরাস্ :

দড়াদড়ির লাগ্‌বে গিঁঠ
গোল-টেবিলের বৈঠকে !
ঠোকর মারে লোহায় ইঁট,
এ ঠকে কি ঐ ঠকে॥

ব্যাণ্ড্ বাজে, ইংল্যান্ডে ঐ
চল্‌ল লিডার্স এ্যান্ড কোং,
শকুন মাতুল কাল্‌নেমি,—
কণ্ঠে লাউড্-স্পিকার চোং !
তাদের ছাড়া কুম্ভীরে
মাছের দুঃখ কইত কে॥

চল্‌ছে নরম গরম চাঁই
হোম্‌রা চোম্‌রা ওমরা যায়,
ধুন্‌তে তুলো ধপড় ধাঁই
ডোমিনিয়ন-ডোমরা যায়।
বল্‌ছে ডেকে, 'দেখ্ রে দেখ
প্রতাপ চলে চৈতকে॥'

ডিম্-গোলাকার গোল-টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিবে তায় ধাড়ির দল,
তা নয় দিলে ততঃকিম্ ?
আনবে স্বরাজ ব্রিটিশ-বর্ন্,
অস্ট্রেলিয়ার ভাইপোকে॥

স্বর্গ ভেবে ধাপার মাঠ
ধাপা-মেলের ময়লা যায়,
কুটুম ভেবে কেষ্টরে
বৈকুণ্ঠে গয়লা যায়
স্বরাজ-মাখম উঠ্‌বে যে—
নইলে এ ঘোল মইত কে॥

বেছে বেছে পিঁজরাপোল
নড়বড় বড়র দল
আন্‌ল বুড়ো হাবড়াদের,
যাত্রা-কমিক দেখ্‌বি চল !
ঘাঁটা-পড়া ঘাড় ওদের,
নয় এ বোঝা বইত কে ॥

বাঘ নেবে পাঠ বেদান্তের,
বি-দন্ত সব পুরুত্ যায়,
করবে শান্তি মন্ত্রপাঠ
ব্যাঘ্র ! ব্যাঘ্র বক্ষে আয় !
শিখাবে অদ্বৈতবাদ
দ্বিধা-ভক্ত দ্বৈতকে ॥

বাধাস্‌নে আর লট্‌ঘটি
দোহাই বাবা চ্যাংড়া থাম্ !
এমন ফলার কাঁচ্‌কলার,
তোরাও পাবি ল্যাংড়া আম !
সাগর মথি আন্‌বে সব
হয় সুধা নয় দই টকে ॥

সাহেব ও মোসাহেব

সাহেব কহেন, 'চমৎকার ! সে চমৎকার !'
মোসাহেব বলে, 'চমৎকার সে হতেই হবে যে !
হুজুরের মতে অমত কার ?'

সাহেব কহেন, 'কী চমৎকার,
বল্‌তেই দাও, আহা হা !'
মোসাহেব বলে, 'হুজুরের কথা
শুনেই বুঝেছি, বাহাহা বাহাহা বাহাহা !'

সাহেব কহেন, 'কথাটা কি জানো? সেদিন—'
মোসাহেব বলে, 'জানি না আবার?
ঐ যে, কি বলে, যেদিন—'

সাহেব কহেন, 'সেদিন বিকেলে
বৃষ্টিটা ছিল স্বল্প।'
মোসাহেব বলে, 'আহা হা, শুনেছ?
কিবা অপরূপ গল্প!'

সাহেব কহেন, 'আরো ম'লো! আগে
বল্‌তেই দাও গোড়াটা!'
মোসাহেব বলে, 'আহা-হা গোড়াটা!
হুজুরের গোড়া! এই, চুপ, চুপ ছোঁড়াটা!'

সাহেব কহেন, 'কি বল্‌ছিলাম,
গোলমালে গেল গুলায়ে!'
মোসাহেব বলে, 'হুজুরের মাথা! গুলাতেই হবে।
দিব কি হস্ত বুলায়ে!'

সাহেব কহেন, 'শোনো না! সেদিন
সূর্য উঠেছে সকালে!'
মোসাহেব বলে, 'সকালে সূর্য?
আমরা কিন্তু দেখি না কাঁদিলে কোঁকালে!'

সাহেব কহেন, 'ভাবিলাম যাই,
আসি খানিকটা বেড়ায়ে।'
মোসাহেব বলে, 'অমন সকাল! যাবে কোথা বাবা,
হুজুরের চোখ এড়ায়ে!'

সাহেব কহেন, 'হলো না বেড়ানো,
ঘরেই রহিনু বসিয়া!'
মোসাহেব বলে, 'আগেই বলেছি! হুজুর কি চাষা,
বেড়াবেন হাল চষিয়া?'

সাহেব কহেন, 'বসিয়া বসিয়া
পড়েছি কখন ঝিমায়ে !'
মোসাহেব বলে, 'এই চুপ সব !
হুজুর ঝিমান্ ! পাখা কর্, ডাক্ নিমাইএ !'

সাহেব কহেন, 'ঝিমাইনি, কই
এই তো জেগেই রয়েছি !'
মোসাহেব বলে, 'হুজুর জেগেই রয়েছেন, তা
আগেই সবারে কয়েছি !'

সাহেব কহেন, 'জাগিয়া দেখিনু, জুটিয়াছে যত
হনুমান আর অপদেব !'
'হুজুরের চোখ, যাবে কোথা বাবা ?'
প্রণমিয়া কয় মোসাহেব ॥

ছুঁচোর কীর্তন

কীর্তন গায় ছুচুন্দর,
হুতুম প্যাঁচা বাজায় খোল।
ছাতার পাখি দোহার গায়
গোলেমালে হরিবোল ॥

কিচির-মিচির কিচির-কিচ্
ইঁদুর বাজায় মন্দিরা,
তানপুরা ঐ বাজায় ব্যাং
ওস্তাদের সম্বন্ধীরা।
শালিক বায়স ভক্তদল
হরিবোলের লাগায় গোল ॥

হুলো বেড়াল মিয়াঁও ম্যাঁও
করছে শুরু খেয়াল-গান,
ব্যা-এ্যা-এ্যা-এ্যা পুং অজ
মারছে জলদ হলক্-তান।

রাসভ গলা ভাঙল তার
ধ্রুপদ গেয়ে খেয়ে ঘোল॥

টপ্‌পা-গানের ঝাড়ছে তান
চি-হি-হি-চি-হি-হি অশ্বরাজ,
ঠুংরি-গানের ঝট্‌কা-তান
মারছে ফড়িং ঝোপের মাঝ।
খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গায়
বলদ গিয়ে পিঁজ্‌রোপোল॥

লেড়ি কুকুর বাউল গায়
পুচ্ছ তুলি উচ্চ মুখ,
ভাটিয়ালি-গান শেয়াল গায়
ভীষণ শীতের ভুল্‌তে দুখ।
গাব্‌-গুব্‌াগুব্‌ 'কুক্‌' পাখি
বাজায়, ভুতুম বাজায় ঢোল॥

ধরা গলায় মহিষ গায়
যেন বুড়ো খাঁ সায়েব,
কাব্‌লিওয়ালা বেহাগ গায়
'মোর মগায়া' খেয়ে শেব্‌।
ভেড়া বলে, 'কণ্ঠ মোর
গেছে ধরে খেয়ে ওল!'

সাইমন-কমিশনের রিপোর্ট

[প্রথম ভাগ]

ভারতের যাহা দেখিলেন

কোরাস্‌ :—
'কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে,'
রিপোর্টে লেখেন সাইমন—

হুটোপুটি করে ছুটোছুটি করে
বুড়োবুড়ি, কাজে নাই মন !

'ম্যাদা' দল আর 'উদো' দল পায়ে
হস্ত বুলায় হর্দম,
পুঁচকে দলের ফচ্‌কে ছোঁড়ারা
ছিটাইছে বটে কর্দম !

ত্যক্তের চেয়ে ভক্তই বেশি,
আহাহা ভক্ত বেঁচে থাক্ !
ছোলা ভাজা দেবো, কাঁচকলা দেবো,
নিশ্চয়ই মনে এঁচে রাখ্ ॥

আসিতে ভারতে সান্‌কি লইয়া
আসিল ফকির ফোক্‌রা,
পিছন হইতে ঠোক্‌রায় টাকে
ডেঁপো গোটা কয় ছোক্‌রা।

ছেলে যা দেখিনু, ছেলের চাইতে
পিলে বড়, অধিকন্তু—
বৃহত্তম 'জু' দেখিনু জীবনে—
প্রথম দু'পেয়ে জন্তু ॥

মাথা নাই হেথা, নাইকো হৃদয়,
শুধু পেট আর পিঠ সার,
এত 'পিঠে' খেয়ে কেমনে হজম
করে, করে নাকো চিৎকার !

ঠুঁটো হাত শুধু চিৎ করে রাখে
শূন্যের পানে তুলিয়া,
বিপদে শ্রীপদ ভরসা, তাহাও
শ্লীপদে গিয়াছে ফুলিয়া ॥

মাড়োয়ারি আর 'মালোয়ারি' জ্বর
এদের পরম মিত্র,

মরমরদেরে একেবারে মেরে
রাখিছে দেশ পবিত্র !

ইহাদের হরি বন্ধু মোদেরি
'গুড্ ওল্ড্ জেন্টল্ম্যান্',
কচুরি-পানায় ডোবা ও খানায়
এঁর কৃপা করে 'ভ্যান্ ভ্যান্'॥

এদেশের নারী বেজায় আনাড়ি,
পুরুষের হাতে তবলা,
তবলাতে চাঁটি মারিলে সে কাঁদে,
ইহারা কাঁদে না, অবলা !

জরিশাড়ি-মোড়া চকলেট ওরা
বন্দী হেরেম-বাক্সে,
বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ,
কাজেই বাক্সে থাক্ সে॥

ইস্কুলে, প্রেমে, জ্বরে পড়ে পড়ে
জীবন কাটায় ছেলেরা ;
মাঝে মাঝে করে ভ্রান্ত শিষ্ট
শান্তে লেনিন ভেলেরা।

চোখের চাইতে চশমাই বেশি,
ভাগ্যিস্ ওরা অন্ধ,
নইলে কখন টানিয়া ধরিত
আমাদের গলা-বন্ধ॥

আমাদের দেখাদেখি কেহ কেহ
করিছে ক্লাবের মেম্-বার,
স্কার্ট্ পরে চাষারা, বাবুরা
বিবি লয়ে যায় চেম্বার !

বিলিতি দাওয়াই ধরিতেছে ক্রমে,
আর বাকি নাই বেশি দিন,

গুড্‌বয় হয়ে গিলিছে আফিম,
হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, কুইনিন্‌॥

কাফ্রি চেহারা, ইংরিজি দাঁত,
টাই বাঁধে পিছে কাছাতে ;
ভীষণ বম্বু চাষ করে ওরা
অস্ত্র-আইন বাঁচাতে !

চাচা-ভাইপোতে মিল নাই সেথা
আড়াআড়ি টিকি দাড়িতে,
যুদ্ধ বাধাই উহাদেরি দিয়ে,
ধরিয়া আনাই ফাঁড়িতে॥

উহাদের মতো কেলে রঙ সব
গাছপালা জল আকাশের,
উহাদের গাই মোদেরি গাই-এর
মতো সাদা দুধ দেয় ফের॥

কালো চামড়ার ভিতরে ওদের
আমাদেরি মতো রক্ত,
এ যদি না হতো—শাশ্বত হতো
ও-দেশে মোদের তক্ত !

[দ্বিতীয় ভাগ]

ভারতকে যাহা দেখাইলেন

কোরাস্ : —

'যিশুখ্রিস্টের নাই সে ইচ্ছা,
কি করিব বল আমরা !
চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি
ভারতে বিলিতি আমড়া॥

চামড়া ওদের আমাদের মতো
কিছুতেই নহে হইবার !
হোয়াইট্‌ওয়াশ্‌ যা করিয়াছি—তাই
দেখিতেছি নহে রইবার !

আমাদের মতো যারা নয় তারা
অম্‌নি রবে, কি করে বল্‌ !
সাদাদের মতো কালা অসভ্য
হইবে স্বাধীন ? হরিবল্‌ !

আঁঠি ও চামড়া বিলিতি আমড়া
মন্টেগু দিল চুষিতে ;
শাঁস নাই বলে কাঁদিল, দিলাম
বিলিতি কুমড়ো তুষিতে।

তাহাতেও যারা খুশি নয়, এত
ভূষি খেয়ে ভরে নাকো পেট,
ঘুষি বরাদ্দ তাহাদের তরে,
ঝুঁটি ধরে কর মাথা হেঁট॥

পুলিশের লাঠি আরো বড় হোক,
আরো যেন তাতে থাকে গিঁঠ,
হস্তেরে ফেল অস্ত্র-আইনে,
ঘর হতে তোলা হোক ইঁট !

কাগজের শুধু হইয়াছে নোট,
কাগজের হোক রুটিও,
মাথা কেটে দাও, কেটে দাও হাত
থাকে নাকো যেন টুঁটিও॥

যতটুকু দড়ি ছাড়িয়াছ, তাহা
গুটাইয়া লও পুনরায়,
একবার যদি বেড়া ভাঙে, তবে
আরবার ধরা হবে দায় !

আরো প্রশস্ত করে দাও পিঠ
ধুর্মুস-পেটা করিয়া,
টিকি ও দাড়ির চাষ করো, লহ
নখর দন্ত হরিয়া॥

ও-দেশের জলে ম্যালেরিয়া-বিষ,
উহারা বিলিতি-জল খাক।
গুলি খেতে দাও তাদেরে, ওদের
চ্যাঁচায় যে একদল কাক!

পা কেটে ওদের ঠেকো করে দাও,
উহাদের সাথে ছুটিতে
হার মেনে যায় এরোপ্লেন, পায়ে
গুলি পারে নাকো ফুটিতে॥

শিরিঞ্জ্ লইয়া আরো ফাঁপাইয়া
দাও প্লীহা আর যকৃৎ!
ঢাক কিনে দাও হিঁদুরে, মুসল-
মানে বলো, করো বক্‌রিদ।

ভাতে নাই কিছু ভিটামিন্, ওতে
মদ হোক, ওরা খাক ফেন,
এ স্বাস্থ্যে ভাত বড় ক্ষতিকর,
খুব জোর দুটো শাক দেন॥

অতিশয় বেশি কথা কয়ে কয়ে
বাড়াতেছে প্যাল্‌পিটেশন্,
গ্যাগ্ পরাইতে করো সশস্ত্র
ডাক্তারে ইন্‌ভিটেশন্।

মা ভগবতীর সার উহাদের
ব্রেনে আরো দাও পুরিয়া,
যদি থাকে মেরুদণ্ড কারুর
দাও তা ভাঙিয়া চুরিয়া॥

বোমা মেরে মেরে পায় নাকো খুঁজে
আজও উদরে 'ক' অক্ষর,
এ মেষ কেমনে সভ্য ষাঁড়ের
সহিত হানিবে টক্কর?

পায়ে ও গলায় ছাড়া ইহাদের
কোনো সে অঙ্গে বল নাই,
ব্যারাম মাফিক ওষুধ দিলাম,
দিলাম কিন্তু ফল নাই॥

প্রতিদ্বন্দ্বী

বাউল

আমি দেখেছি তোর শ্যামে
দেখেছি কদম-তলা,
আমি দেখেছি তোর অষ্টাবক্রের
আঁকাবাঁকা চলা
তার যত ছলাকলা।
দেখেছি কদম-তলা॥

তুই মোর গোয়ালের ছিঁড়ে দড়ি
রাত-বিরেতে বেড়াস্ চরি,
তুই রাখাল পেয়ে ভুলে গেছিস্
আয়ান-ঘোষের রলা!
দেখেছি কদম-তলা॥

প্রাথমিক শিক্ষা বিল

(নেপথ্যে কোরাস্)

এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
এই দেশটা ভীষণ মূর্খ,
এবার ঘুচাব দেশের দুঃখ।
হবে চাষারা উচ্চ-প্রাইমার,
ওরে আর এদেশের নাই মোর!
ছুটে আয় আয় সব ছেলেমেয়ে—
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

বহু দিন ধরি করি আঁক-পাঁক
এবে মিলিয়াছে মনোমতো ফাঁক।
তোরা মাথা-পিছু সব টাকা গোন্
দিব পণ্ডিত করে বাছাধন!
হবি বাবু সাব রে অলপ্পেয়ে!
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

তোরা পাস্‌নেকো খেতে মাড় ভাত,
নাই পরনে বসন আধ-হাত।
পাবি অন্ন-বস্ত্র এইবার
এই আইন হইবে যেইবার!
টাকা তোল্ তোরা আদা-জল খেয়ে।
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

তোরা করছিস কি অবিশ্বাস?
কেন ছাড়িস্ দীর্ঘনিশ্বাস?
মোর টাকার কি আর ভাব্‌না,
ঐ টাকা বিনে খেতে পাব না?
চলে রাজ্য কি তোর মুখ চেয়ে?
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

এই শিক্ষার লাগি হর্দম
বলি খরচটা কিছু করি কম?
আজো গ্রাম-পিছু প্রতি বৎসর
আট আনা করে দিই, মনে কর্!
তবু আছে অজ্ঞান-ভূতে পেয়ে।
(কোরাস্) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

দিয়ে তোদেরি শিল ও নোড়া রে
ভাঙিব তোদেরি দাঁতের গোড়া রে !
'বাই জোভ !' আরে ছি ছি, তা নয়,
তোরা ভাবিস্ তাহাই যা নয় !
ধিনি কেষ্ট রে, নেচে আয় ধেয়ে।
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

বলি, চারটে করে তো পয়সা,
তাতেই চেঁচিয়ে ধরালি বয়সা !
তাও পাঁচটা কোটি তো লোক ছাই,
হয় ক'টাকা সে—তুই বল্ ভাই !
তবু ফ্যালফ্যাল করে রস চেয়ে ?
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

তোরা কতই রকম দিস্ 'সেস্',
হলি 'সেস্' দিয়ে দিয়ে নিঃশেষ,
ওরে জ্ঞান-এরণ্ডের এ যে ফল !
এ-ও না খেলে আর কি খাবি বল্ !
জ্ঞান- কাণ্ডারী এল তরী বেয়ে !
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

হবি এবার বিদ্যে-দিগ্‌গজ,
পোকা করিবে মগজে বজ্‌বজ্ !
হবি মুন্সেফ, হবি সাব্‌জজ্,
হবি মিস্টার যত অন্ত্যজ !
আয় আমাদের গুণ-গান গেয়ে !
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

আপা- তত মনে হয় তেতো নিম্,
ভেবে দ্যাখ শূদ্র ও মুস্‌লিম—
তোরা নাক চোখ বুঁজে গিলে ফেল্ !—
তেলা মাথায় দিব না মোরা তেল।
অন্- তত তোরা তরী আয় বেয়ে !
(নেপথ্যে) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥